প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ২২ – অনুগ্রহ করে প্রেরিত ২২, ২৫, এবং ২৬ পাঠ করুন।

এই পাঠের প্রসঙ্গ: বাদশাহ্ আগ্রিপ্প এবং গভর্নর ফেস্টাসের সামনে হযরত পৌল বিচারাধীন। হযরত পৌল তার "নবজাত" অভিজ্ঞতা তাকে হযরত ঈসা মসিহে ঈমান আনার সিদ্ধান্তের বিষয় নিয়ে আসে। আপনিও মসিহের অনুগামী হয়ে মসিহের আদেশ পালন করুন। সেই দিনে আগ্রিপা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

থিম নং ১। প্রেরিত ২৬:২৭:- বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।"

প্রশ্ন: বাদশাহ্ আগ্রিপ্প কোন ভাববাদী পড়েছিলেন যেটি সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি দেয় যে হযরত ঈসা মসিহ, সেই মনোনীত ব্যক্তি?

- ইশাইয়া ৫৩:১-১২ আমাদের দেওয়া খবরে কে বিশ্বাস করেছে? কার কাছেই বা মাবুদের শক্তিশালী হাত প্রকাশিত হয়েছেন? তিনি তাঁর সামনে নরম চারার মত, শুকনা মাটিতে লাগানো গাছের মত বড় হলেন। তাঁর এমন সৌন্দর্য বা জাঁকজমক নেই যে, তাঁর দিকে আমরা ফিরে তাকাই; তাঁর চেহারাও এমন নয় যে, আমাদের আকর্ষণ করতে পারে। লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। লোকে যাকে দেখলে মুখ ফিরায় তিনি তার মত হয়েছেন; লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং আমরা তাঁকে সম্মান করি নি। সত্যি, তিনিই আমাদের সব রোগ তুলে নিয়েছেন আর আমাদের যন্ত্রণা বহন করেছেন; কিন্তু আমরা ভেবেছি আল্লাহ্ তাঁকে আঘাত করেছেন, তাঁকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন। আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন। তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না। জুলুম ও অন্যায় বিচার করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়কার লোকদের মধ্যে কে খেয়াল করেছিল যে, আমার লোকদের গুনাহের জন্য তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে শেষ করে ফেলা হয়েছে? সেই শাস্তি তো তাদেরই পাওনা ছিল। যদিও তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি কিংবা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না, তবুও দুষ্টদের সংগে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল আর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন। আসলে মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে চুরমার করেছিলেন আর তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন। মাবুদের গোলাম যখন তাঁর প্রাণকে দোষের কোরবানী হিসাবে দেবেন তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু বাড়ানো হবে; তাঁর দ্বারাই মাবুদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি তাঁর কষ্টভোগের ফল দেখে তৃপ্ত হবেন; মাবুদ বলছেন, আমার ন্যায়বান গোলামকে গভীরভাবে জানবার মধ্য দিয়ে অনেককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে, কারণ তিনি তাদের সব অন্যায় বহন করবেন। সেইজন্য মহৎ লোকদের মধ্যে আমি তাঁকে একটা অংশ দেব আর তিনি বলবানদের সংগে বিজয়ের ফল ভাগ করবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁকে গুনাহ্গারদের সংগে গোণা হয়েছিল; তিনি অনেকের গুনাহ্ বহন করেছিলেন আর গুনাহ্গারদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

আপনি যখন ইশাইয়ার কাছ থেকে এই অনুপ্রাণিত ঘোষণাটি পড়া শেষ করেন, আপনি কি পুরোপুরি উপলব্ধি করেন যে আপনার কাছে এখন যা আছে তা হযরত ঈসা মসিহ সম্পর্কে একই তথ্য যা বাদশাহ্ আগ্রিপ্পর কাছে ছিল। এবং পাকরুহ দাবি করেছেন যে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

একটি খুব বাস্তব সারমর্মে, পাকরুহ আপনার সামনে একই প্রশ্ন রাখছেন যা তিনি পৌল করাজা বাদশাহ্ আগ্রিপ্পকে বলেছিলেন: "বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, আপনি কি নবীদের বিশ্বাস করেন? আমি যে জানি আপনি বিশ্বাস করেন।"

সারমর্মে, কিতাবের যেকোনো অংশ থেকে হযরত ঈসা মসিহের প্রতিটি স্পষ্ট ঘোষণা বহন করে হযরত ঈসা সম্পর্কে একই সত্য ঘোষণা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার দাবিও করে অবিলম্বে দামেস্ক পথে শৌলের [হযরত পৌল] কাছে হযরত ঈসার স্পষ্ট প্রকাশ যেমন হয়েছিল তাই এটি প্রতিটি মানুষের সাথেই হয় কারণ কারও কাছে কোন অজুহাত নেই:

- রোমীয় ১:১৮-২০ মানুষ আল্লাহ্র সত্যকে অন্যায় দিয়ে চেপে রাখে, আর তাই তাঁর প্রতি ভয়ের অভাব ও সমস্ত অন্যায় কাজের জন্য বেহেশত থেকে মানুষের উপর আল্লাহ্র গজব প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জানা যেতে পারে তা মানুষের কাছে স্পষ্ট, কারণ আল্লাহ্ নিজেই তাদের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্র যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর খোদায়ী স্বভাব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা খুব বুঝতে পারে। এর পরে মানুষের আর কোন অজুহাত নেই।

- ইউসা ২৪:১৫ কিন্তু মাবুদের এবাদত করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে যার এবাদত তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ফোরাত নদীর ওপারে থাকতে যে সব দেব-দেবীর পূজা করতেন তাদের এবাদত করবে, না কি যাদের দেশে তোমরা বাস করছ সেই আমোরীয়দের দেব-দেবীদের এবাদত করবে? তবে আমি ও আমার পরিবারের সবাই মাবুদের এবাদত করব।"

প্রশ্ন: আগ্রিপ্পর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

- প্রেরিত ২৬:২৮ তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ঈসায়ী করবার চেষ্টা করছ?"

হযরত পৌলের প্রতিক্রিয়া:

- প্রেরিত ২৬:১৯-২০ "বাদশাহ্ আগ্রিপ্প, এইজন্য বেহেশত থেকে এই দর্শনের মধ্য দিয়ে আমাকে যা বলা হয়েছে তার অবাধ্য আমি হই নি। যারা দামেস্কে আছে প্রথমে তাদের কাছে, তার পরে যারা জেরুজালেমে এবং সমস্ত এহুদিয়া প্রদেশে আছে তাদের কাছে এবং অ-ইহুদীদের কাছেও আমি তবলিগ করেছি যে, তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে তাদের ফেরা উচিত, আর এমন কাজ করা উচিত যার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা তওবা করেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: হযরত ঈসা মসিহ এবং তাঁর এই উদ্ঘাটনের প্রতি আপনার প্রতিক্রিয়া কি? তিনি যেখানেই নেতৃত্ব দেন তাকে অনুসরণ করার জন্য আপনার জীবনকে আহ্বান করেন?

থিম নং ২: আপনি কেন অপেক্ষা করছেন?

- প্রেরিত ২২:১৬ এখন তুমি কেন দেরি করছ? উঠে তরিকাবন্দী নাও এবং নাজাত পাবার জন্য ঈসাকে ডেকে তোমার সব গুনাহ্ ধুয়ে ফেল।'
- প্রেরিত ২২:১২-১৬ "পরে অননিয় নামে একজন লোক আমার কাছে আসলেন। তিনি মূসার শরীয়ত ভয়ের সংগে পালন করতেন, আর সেখানকার সব ইহুদীরা তাঁকে খুব সম্মান করত। তিনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাই শৌল, তোমার দেখবার শক্তি ফিরে আসুক।' আর তখনই আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। "তখন অননিয় বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ তোমাকে বেছে নিয়েছেন যেন তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পার, আর সেই ন্যায়বান বান্দাকে, অর্থাৎ ঈসা মসীহ্‌কে দেখতে পাও এবং তাঁর মুখের কথা শুনতে পাও। তুমি তাঁরই সাক্ষী হবে এবং যা দেখেছ আর শুনেছ সব মানুষের কাছে তা বলবে। এখন তুমি কেন দেরি করছ? উঠে তরিকাবন্দী নাও এবং নাজাত পাবার জন্য ঈসাকে ডেকে তোমার সব গুনাহ্ ধুয়ে ফেল।'
- প্রেরিত ২২:১৭-২১ "পরে আমি জেরুজালেমে ফিরে এসে যখন একদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে মুনাজাত করছিলাম তখন আমি তন্দ্রার মত অবস্থায় পড়লাম। সেই অবস্থায় আমি দেখলাম প্রভু আমার সংগে কথা বলছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর, এখনই জেরুজালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য লোকে গ্রহণ করবে না।' "আমি বললাম, 'প্রভু, এই লোকেরা জানে, যারা তোমার উপর ঈমান আনত তাদের মারধর করে জেলে দেবার জন্য আমি এক মজলিস-খানা থেকে অন্য মজলিস-খানায় যেতাম। যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানকে খুন করা হচ্ছিল তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে সায় দিচ্ছিলাম, আর যারা তাঁকে খুন করছিল তাদের কাপড়-চোপড় পাহারা দিচ্ছিলাম।' "তখন প্রভু আমাকে বললেন, 'তুমি যাও, আমি তোমাকে দূরে অ-ইহুদীদের কাছে পাঠাব।' "

প্রশ্ন: আপনি কি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প ঘোষণা করতে ইচ্ছুক? ইশাইয়া ৫৩ এ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা আপনার জন্য কোরবানির মাধ্যমে আপনার মুক্তিদাতা হয়ে উঠেছেন?

প্রশ্ন: আপনি কি প্রেমের সাথে সকলের কাছে প্রেরিত ২৬:২৯ এর হযরত পৌলের সরল আবেদন প্রতিধ্বনিত করতে সক্ষম হবেন? আপনি যেকোনো পরিস্থিতিতে থাকেন না কেন, তাও কী সম্ভব?

- প্রেরিত ২৬:২৯ পৌল বললেন, "সময় অল্প হোক বা বেশী হোক, আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই মুনাজাত করি যে, কেবল আপনি নন, কিন্তু যাঁরা আজ আমার কথা শুনছেন তাঁরা সবাই যেন আমার মত হন কেবল এই শিকল ছাড়া।"

গম্ভীর সত্য: প্রতিটি ব্যক্তির জীবদ্দশায়, তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পাক রুহের মাধ্যমে বলা হবে তারা হযরত ঈসা মসিহের সম্পর্কে সত্য বলে বিশ্বাস করে। যার যার স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ব্যক্তি তাদের চিরন্তন ভাগ্য সিল করে দেয়, হয় স্বর্গ বা নরক।

- ২ করিন্থীয় ৬:২ আল্লাহ্ পাক-কিতাবে বলেছেন, "উপযুক্ত সময়ে আমি তোমার কথা শুনেছি এবং নাজাত পাবার দিনে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি।" দেখ, এখনই উপযুক্ত সময়, আজই নাজাত পাবার দিন।

থিম নং ৩: প্রায় ২০০০ বছর আগে শৌল এবং অগ্রিপ্পর প্রতি হযরত ঈসা কী অনুভব করেছিলেন? তিনি কি আজও আপনার আর আমার প্রতি তা অনুভব করেন? ভালবাসা! এমন কি যা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভালোবাসতে উদ্দীপ্ত করেছিলো, যার জন্য তিনি সৃস্টির জন্য কষ্ট পেতে এবং মরতে ইচ্ছুক হবেন? এবং স্পষ্টভাবে যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রণার বিষয়ে ঈশাইয়া ৫৩ এ লিপিবদ্ধ আছে . . যা আরও ৭০০ বছর আগের? প্রকৃত ভালবাসা!

আমাদের দায়িত্বের সাথে আমাদের ইশাইয়া ৫৩ থিমকে বেঁধে রাখা, হযরত পৌলের মতো, লোকেদের শুনতে অনুরোধ করা এবং তারা হযরত ঈসা মসিহ সম্পর্কে সত্য বিশ্বাস করেন কি তা তাদের সিদ্ধান্ত। আমরা প্রিয় লেখক, এ ডব্লিউ টোজার এর একটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরছি।

> হযরত ঈসা মৃত্যুর অপমানের জন্য এসেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের মুক্তির ইচ্ছা ঘোষণা করতে এসেছিলেন। ঈর্ষান্বিত পুরুষদের ষড়যন্ত্র হারিয়ে যাওয়া জাতির প্রতি তাঁর ঐশ্বরিক স্নেহকে ধ্বংস করতে পারেনি। তাকে ক্রুশের উপর রাখলে তার ভালবাসার কোনটাই দূর হয় নি। এই কারণেই আমরা আশ্বাস এবং রহমতের সাথে বিশ্বাস করি যে তিনি এখন একই প্রভু হযরত ঈসা মসিহ!
>
> এবং এটি এই চিরজীবী মসিহ যিনি আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করতে চান এবং আমাদের চারপাশের লোকদের ভালবাসেন। আমাদের রাস্তায় চলাফেরা করা গুণাহগার পুরুষ ও মহিলাদের সম্বন্ধে হযরত ঈসা আজকে কেমন অনুভব করেন? সে তাদের ভালবাসেন! আমরা তাদের সম্পর্কে যেমনই অনুভব করি না কেন, তিনি তাদের ভালবাসেন! তারা যে কাজগুলো করে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা হয়তো ধার্মিকভাবে ক্ষুব্ধ হতে পারি। আমরা তাদের কাজ এবং উপায়ে বিরক্ত হতে পারি। আমরা প্রায়ই তাদের নিন্দা করতে এবং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু হযরত ঈসা তাদের ভালবাসতে থাকেন। ভালবাসা এবং হারিয়ে যাওয়াকে খোঁজা তার অপরিবর্তনীয় স্বভাব।

- লূক ১৯:১০ যারা হারিয়ে গেছে তাদের তালাশ করতে ও নাজাত করতেই ইব্নে-আদম এসেছেন।"
- ইউহোন্না ১৫:১২-১৪ আমার হুকুম এই, আমি যেমন তোমাদের মহব্বত করেছি তেমনি তোমরাও একে অন্যকে মহব্বত কোরো। কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহব্বত আর কারও নেই। যে সব হুকুম আমি তোমাদের দিই তা যদি তোমরা পালন কর তবেই তোমরা আমার বন্ধু।
- ইউহোন্না ৩:১৬-১৭ "আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ্ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

আমরা হযরত ঈসা মসিহের প্রতি আমাদের ভালবাসা ঘোষণা করার চেয়ে ভালভাবে মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসাকে আমরা সম্ভাব্য সকলের কাছে ঘোষণা করার চেয়ে ভাল উপায় দেখতে পারি না। সত্যিই, আমাদের প্রজন্মের কাছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প ঘোষণা করার বোধগম্য সুযোগ রয়েছে!

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠান।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)